Funded by the European Union

গণতান্ত্রিক সুশাসনে জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

করোনা ও বন্যা মোকাবেলায় ত্রাণ কর্মসূচি
সরকারি পরিষেবার কার্যকারিতা

মোস্তফা আমির সাব্বিহ

সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

রংপুরঃ ২৫ আগষ্ট ২০২০

সূচি

- ভূমিকা
- নির্বাচিত ত্রাণ কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজ সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে রংপুরের অবস্থা
- করোনা ও বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতাঃ মূল্যায়ন কাঠামো ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি
- রংপুর জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন
- রংপুর জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন
- ত্রাণ ও সাহায্য প্রদানে প্রধান প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ
- করণীয় ও সুপারিশমালা

ভূমিকা

- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি এর উচ্চাকাংখী ও ব্যাপকতর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছে
- সামগ্রিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়নের দায়ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তায় কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপের যে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এসডিজি কাঠামোতে একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৯(২) অনুযায়ী, স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারি সংস্থাসমূহকে '*জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন*' সহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে
- চলমান কোভিড-১৯ মহামারীটর অভিঘাত বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় সুদূরপ্রসারী চিহ্ন রেখে যাবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। কোভিড মহামারী পূর্ব-বিদ্যমান দুর্বলতাগুলি আরও সংকটময় এবং এসডিজির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
- সিপিডি'র প্রাক্কলন অনুযায়ী কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় ১.৩ কোটি, যা সর্বশেষ জড়িপকৃত শ্রমশক্তি (২০১৬-১৭) এর প্রায় ২০.১ শতাংশ। সিপিডি আরও প্রাক্কলন করেছে যে এই মহামারী (উচ্চ) দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালের ২৪.৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০২০ সালে ৩৫ শতাংশে উন্নীত করবে। এই "নতুন দরিদ্র"র সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৭৫ লাখ

ভূমিকা

- চলমান বিধ্বংসী বন্যা রংপুরের মতো তুলনামূলকভাবে বেশী দারিদ্র্য প্রবণ জেলাগুলির পরিস্থিতি আরও সংকটময় করেছে
  - ইউএনওএসএটি এর স্যাটেলাইট ইমেজ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ১২ থেকে ২১ জুলাই সময়ের মধ্যে রংপুর বিভাগের অন্তর্গত রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধার মোট ভূমির প্রায় **২৯%** বন্যা কবলিত হয়েছে
- কোভিড-১৯ এবং সাম্প্রতিক বন্যা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনগণের দরিদ্র ও দুর্বল অংশগুলির জন্য স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণ করার জন্য সরকার বেশ কিছু ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে করোনভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে হঠাৎ বেকারত্বের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনা মূল্যে খাদ্য সহায়তা (চাল); দেশব্যাপী নির্বাচিত বিপন্ন পরিবারগুলিকে সরাসরি নগদ সহায়তা (২,৫০০ টাকা) প্রদান যাঁদের আয়ের সুযোগ হঠাৎ বেকারত্বের কারণে হ্রাস পেয়েছে, শিশুখাদ্য, গো-খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি
  - আমাদের এই প্রতিবেদনের জন্য আমরা শুধুমাত্র খাদ্য সহায়তা-জিআর (চাল) এবং নগদ সহায়তা-২,৫০০ টাকা এবং জিআর (নগদ) কর্মসূচিকে মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করেছি

ভূমিকা

- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত চরসমূহে প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষ (মোট জনসংখ্যার ৪.৪%, ২০১১ সালে) বসবাস করেন
  - এর মধ্যে গাইবান্ধা, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম এবং রংপুর সহ রংপুর বিভাগের মোট চারটি জেলা চর অঞ্চলের আওতায় পরে
- ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে চরবেষ্টিত জেলা এবং উপজেলাসমূহ বাংলাদেশের অন্যতম পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। উপরন্তু, ঘন ঘন বন্যা, নদী ভাঙ্গন, প্রতিকূল পরিবেশ, সীমিত সম্পদ এবং আয়ের সুযোগ, মূলভূমি থেকে সরকারি স্থাপনার দূরত্ব এবং অপর্যাপ্ত সরকারি পরিষেবার কারণে চরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা তাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়

নির্বাচিত ত্রাণ কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে রংপুরের অবস্থা

এসডিজি ১.৩। ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানসহ সকলের জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত **সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা** গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে এর আওতায় নিয়ে আসা

ত্রাণ কর্মসূচি (খাদ্য এবং নগদ সহায়তা)

এসডিজি ২.১। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে বিপন্ন পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধা নির্মূল

এসডিজি ১০.৪। নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও **সামাজিক সুরক্ষা** বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন করা

নির্বাচিত ত্রাণ কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজ সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে রংপুরের অবস্থা

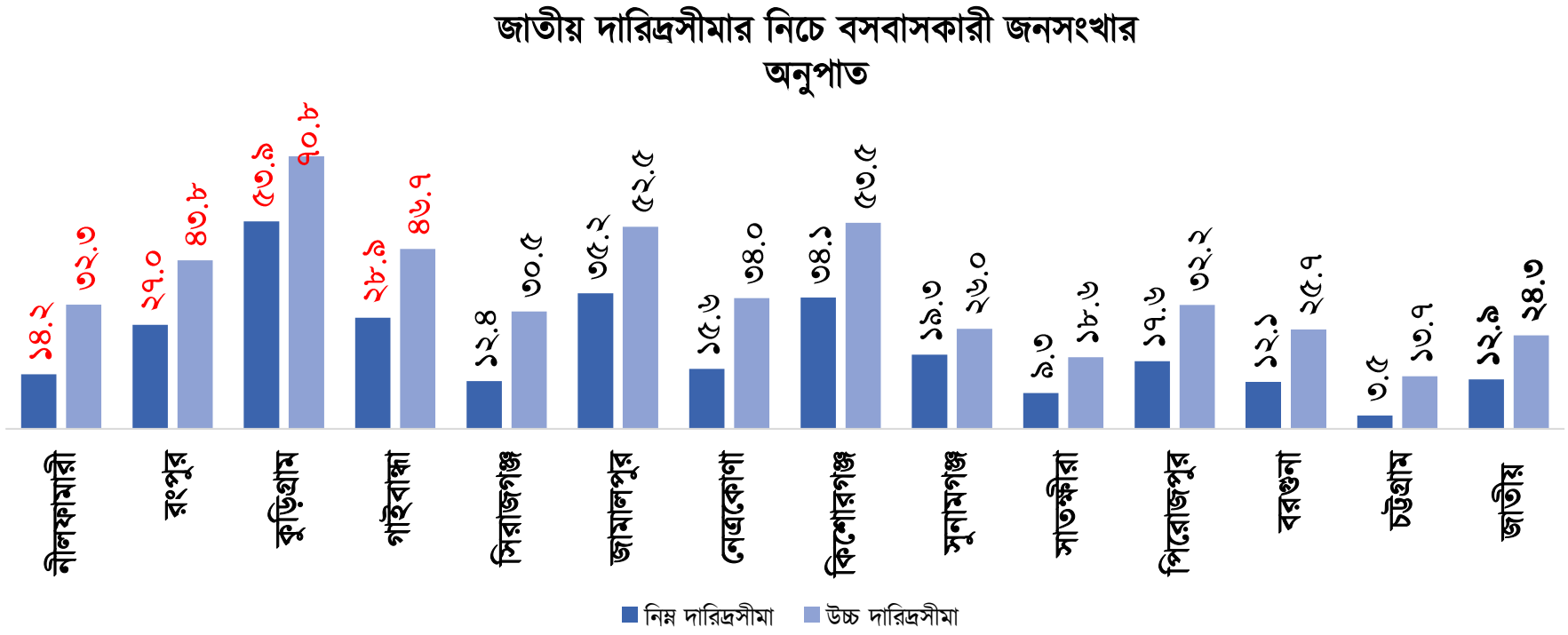

উৎসঃ খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬

- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী রংপুরে জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক উপরে
- খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১৬-তে উপজেলা ভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খানা আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর তথ্যমতে রংপুরের ৮ উপজেলার মধ্যে গংগাচড়া (৩৯%), কাউনিয়া (৩৩.২) এবং তারাগঞ্জ (৩২.৪%) উপজেলায় দারিদ্রের হার রংপুর জেলার গড়ের (৩০.১%) চেয়ে বেশী

নির্বাচিত ত্রাণ কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজি সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে রংপুরের অবস্থা

- রংপুরের জেলাগুলোর খানাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি
  - খানাসমূহের আয়ের প্রায় ৪৬-৬৭% আসে কৃষি খাতে আত্ম-কর্মসংস্থান এবং দিন মজুরীর মাধ্যমে যা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশী। কুড়িগ্রামে কৃষি খাতে দিন মজুরে অংশগ্রহণের হার (৩৮.৩%) তুলনীয় জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ

খানাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস (%)

জেলা	আত্ম-কর্মসংস্থান (কৃষি)	দিন মজুর (কৃষি)	মোট কৃষি	আত্ম-কর্মসংস্থান (অ-কৃষি)	দিন মজুর (অ-কৃষি)	সেবা	অনান্য
নীলফামারী	১৭.৩	২৮.৩	৪৫.৬	২০.২	২১.১	৯.০	৪.০
রংপুর	২৬.৮	২৫.৫	৫২.৩	১৪.৩	২২.১	৬.১	৫.৪
কুড়িগ্রাম	২৮.৫	৩৮.৩	৬৬.৮	১৭.৩	৮.১	৫.১	২.৮
গাইবান্ধা	২৪.৯	৩২.৩	৫৭.২	১৫.৭	১৪.৮	৭.২	৫.১
সিরাজগঞ্জ	২২.০	২২.৮	৪৪.৮	১৩.৭	১৯.৬	১১.৭	১০.২
জামালপুর	৩৫.৩	২৭.০	৬২.৪	১৬.৪	৭.১	৫.৫	৮.৫
নেত্রকোণা	৩৫.৫	২৮.০	৬৩.৫	১৫.৭	৫.৯	৬.৬	৮.১
কিশোরগঞ্জ	২৫.৮	১৮.২	৪৪.১	১৪.৪	২১.৭	১০.৭	৯.১
সুনামগঞ্জ	৩৫.৬	৩২.৫	৬৮.১	৭.৬	১৩.৩	৩.৩	৭.৪
সাতক্ষীরা	২৭.৩	২৫.৬	৫২.৯	১৯.১	১৫.০	৪.৬	৮.৩
পিরোজপুর	২১.২	১৪.২	৩৫.৪	১১.১	২০.৮	১৪.৯	১৭.৭
বরগুনা	২৪.৭	৮.২	৩২.৯	১৯.৯	২১.৬	৯.৫	১৬.০
চট্টগ্রাম	১৩.৫	৬.৭	২০.২	১৭.১	১২.৯	৩৫.৯	১৪.০
জাতীয়	**২৩.২**	**১৮.৮**	**৪২.০**	**১৭.৩**	**১৪.৩**	**১৫.২**	**১১.১**

উৎসঃ শ্রমশক্তি ২০১০

নির্বাচিত ত্রাণ কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সংশ্লিষ্ট এসডিজ সূচকসমূহের প্রেক্ষিতে রংপুরের অবস্থা

ক্ষীণকায়তা জনিত অপুষ্টির প্রকোপ

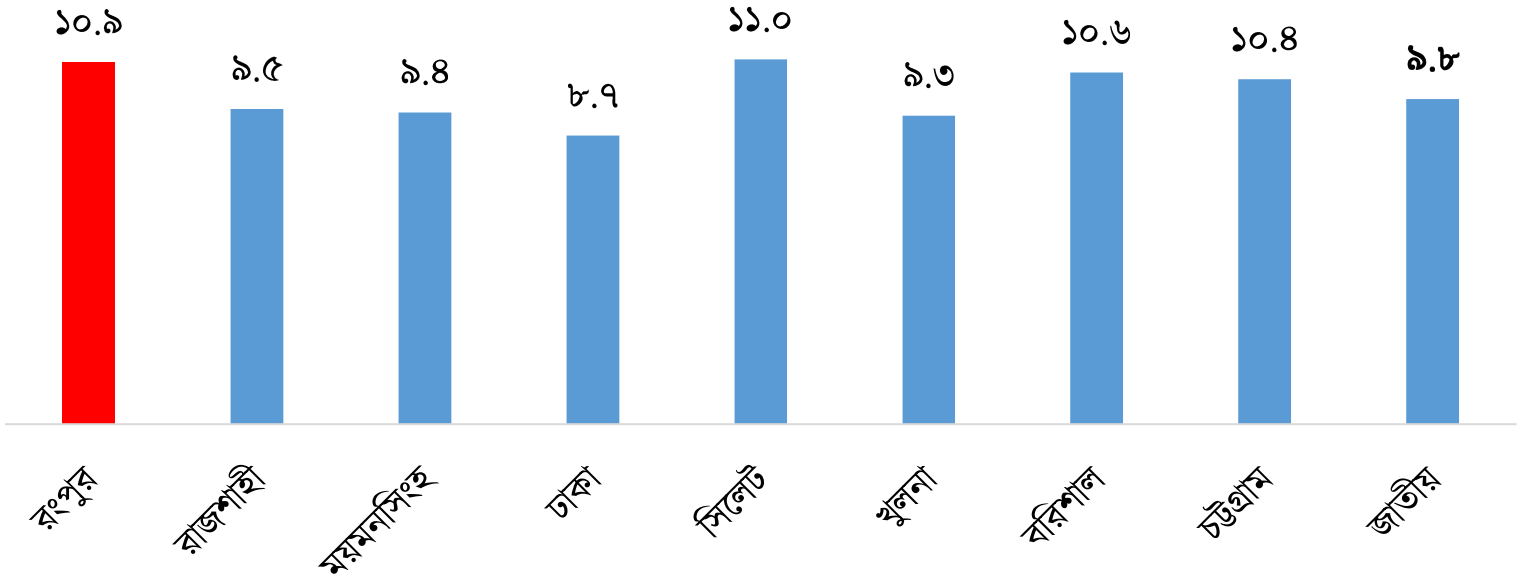

উৎসঃ MICS ২০১৯

- রংপুর বিভাগে ক্ষীণকায়তা জনিত অপুষ্টির ব্যপকতা জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশী এবং বিভাগসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ

নির্বাচিত ত্রাণ কর্মসূচির সাথে বিভিন্ন এসডিজির সম্পৃক্ততা এবং সম্পর্কিত এসডিজির সূচকসমূহে রংপুরের অবস্থা

নিরাপদ পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%)

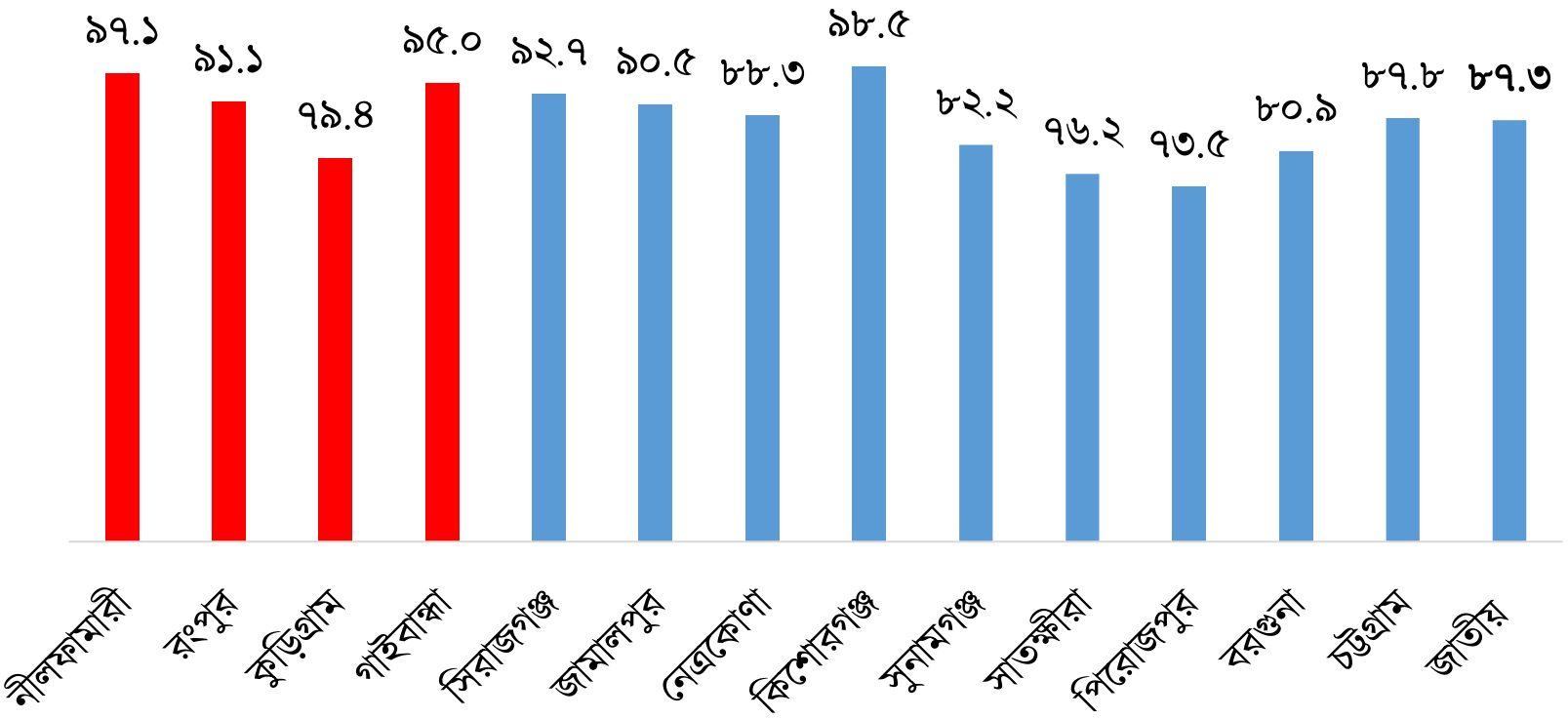

উৎসঃ ACBSS-২০১৭

করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কাঠামো

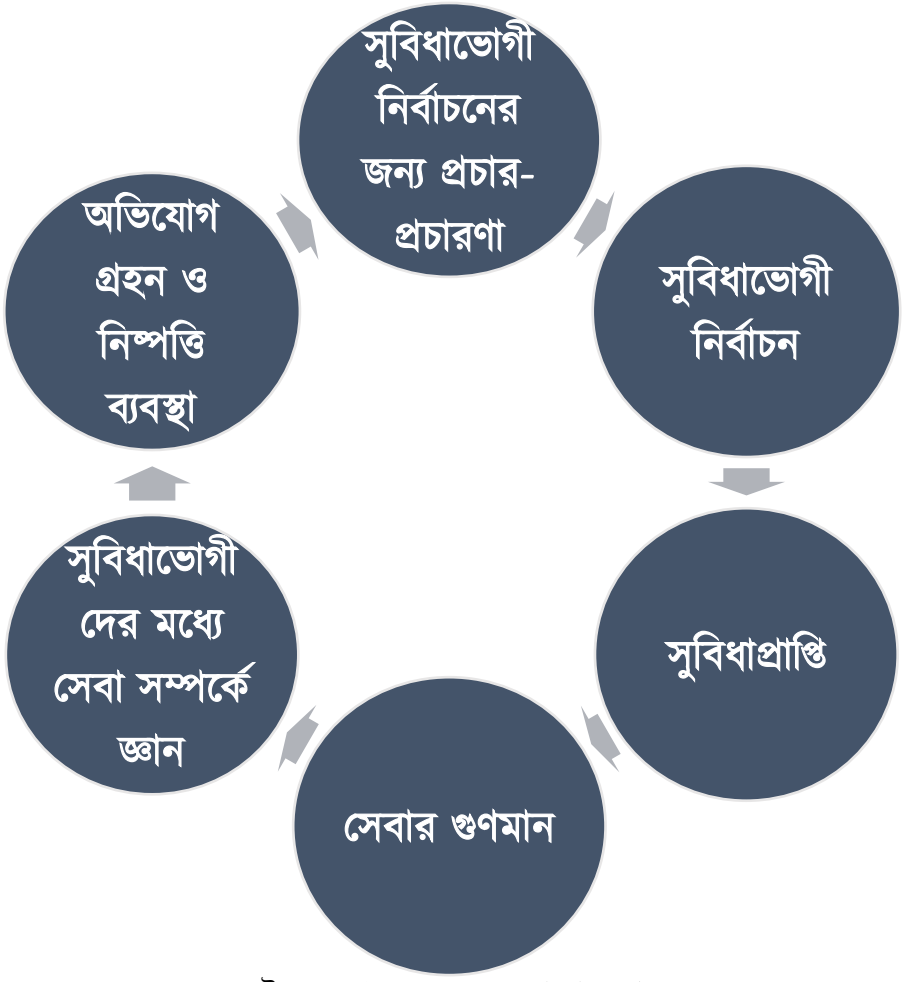

উৎসঃ Rubio ২০১১-এর আলোকে প্রস্তুত

বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কাঠামো

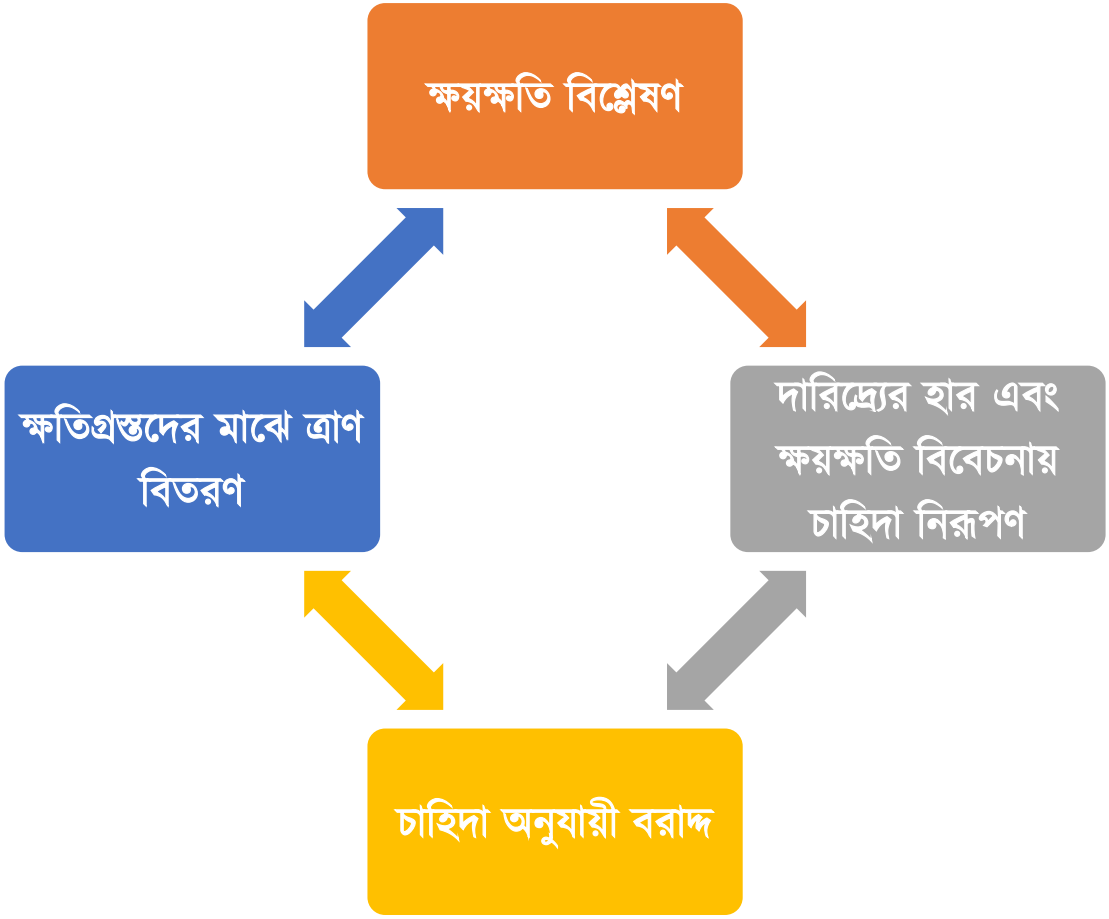

উৎসঃ Author

তথ্য, উপাত্ত এবং ব্যক্তি মতামত সংগ্রহের পদ্ধতি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং করোনা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বরাদ্দের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- সরকার নির্ধারিত সেবার সাথে চিহ্নিত এলাকায় প্রদেয় সেবার ঘাটতি/ব্যত্যয় তুলে ধরার জন্য রেফারেন্স হিসেবে "করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে বিশেষ মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০২০" এবং "মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০১২-১৩" ব্যবহার করা হয়েছে
- স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য ত্রাণ কর্মসূচির সাথে জড়িত রংপুর জেলার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার সাথে টেলিফোনের মাধ্যেমে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। সংখ্যাগত উপাত্ত সংগ্রহ ছাড়াও তার দ্বারা প্রদেয় ত্রাণ সেবার গুণগত মান সম্পর্কে মতামত নেয়া হয়
- সুবিধাভোগীদের মতামতের জন্য কাউনিয়া উপজেলার শহীদবাগ ইউনিয়নের দুইটি সিবিওর মোট ৩০ জন সদস্যের সাথে আলোচনার মাধ্যমে করোনা ও বন্যা সম্পর্কিত ত্রাণ সেবার তথ্য যাচাই করা হয়

তথ্য, উপাত্ত এবং ব্যক্তি মতামত সংগ্রহের পদ্ধতি

ত্রাণের ধরণ	তথ্য প্রদানকারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা
করনাকালীন ত্রাণ (চাল)	১০
করনাকালীন ২,৫০০ টাকা (নগদ)	৬
বন্যাকালীন ত্রাণ (চাল)	৩
বন্যাকালীন ত্রাণ (চাল) ও অন্যান্য দ্রব্য	২
আরডিআরএস থেকে করোনাকালীন সহায়তা	৪
কোন ত্রাণ সহায়তা পায়নি	৫
মোট	**৩০**

- এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও কর্মীদের কাছে থেকে স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং ত্রাণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এবং সেগুলোর উত্তরণের পরামর্শ লিপিবদ্ধ করা হয়

সুবিধাভোগী নির্বাচনের জন্য প্রচার-প্রচারণা এবং অংশগ্রহণ

- **সিবিওদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সুবিধাভোগী নির্বাচনের পূর্বে কোন ধরনের মাইকিং বা প্রচার-প্রচারণা চালানো হয় নি**
- **সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার সময় কোন উঠান বৈঠক হয় নি এবং এখানে ক্ষতিগ্রস্তদের অংশগ্রহণ ছিল না**
  - উদাহরণস্বরূপ, সাক্ষাতকার প্রদানকারী প্রায় সকল সিবিও সদস্যই বলেছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গোপনে তাদের দলীয় লোকজনদেরকে নিয়ে সুবিধাভোগী নির্বাচন করতেন। এ সময় যদি কেউ জেনে যায় এবং প্রতিনিধিদের পেছনে ধর্না দেয় তাহলে কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকেও নির্বাচন করা হয়
  - স্বেচ্ছা আবেদন এবং নির্বাচনের কোন সুযোগ ছিল না

সুবিধাভোগী নির্বাচন

- **সিবিওদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনাকালীন খাদ্য (চাল) সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হয়েছেন**
  - উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সুবিধাপ্রাপ্ত ১০ জন সিবিও সদস্যের ৬ জন দোকান ব্যবসায়ী এবং ৪ জন অটোরিক্সাচালক যারা করোনাকালীন বন্ধের সময় কর্মহীন হয়ে পড়েন
- **সিবিওদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনাকালীন ২,৫০০ টাকা (নগদ) সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ ছিল না এবং এক্ষেত্রে দলীয়করণ এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ পাওয়া যায়**
  - উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা শুধুমাত্রে তাদের দলীয় এবং পরিচিত মানুষদের কাছে থেকেই ভোটার আইডি কার্ড এবং মোবাইল নাম্বার নিয়েছে। অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিরা আবেদন করলেও তাদের বলা হয়েছে এই সুবিধা শুধুমাত্রে সরকার দলীয় ব্যক্তিদের জন্য

রংপুর জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

সুবিধাপ্রাপ্তি

- **সিবিওদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কেউ সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ত্রাণ (চাল) পায়নি**
  - উদাহরণস্বরূপ, সাক্ষাতকার প্রদানকারী প্রায় সকল সিবিও সদস্যই বলেছেন তারা ১০ কেজি করে চাল পেয়েছেন যদিও "করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে বিশেষ মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-২০২০" তে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি চালের কথা উল্লেখ আছে
  - এক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা জানান প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবার প্রতি ১০ কেজি চাল দিয়ে শুরু হয়েছে। বিশেষ করে যারা কর্মহীন হয়েছেন তারা পেয়েছে। একবার ১০ কেজি দেয়ার পরে আবার ১০ দিন পর একই পরিবার কে কিছু ক্ষেত্রে ১০ কেজি দেয়া হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে কোনো নির্ধারিত পরিমাণের উল্লেখ নেই। থোক বরাদ্দ থেকে ত্রাণ দেয়া হয়ে থাকে
- **সুবিধাভোগী সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সময়, শারীরিক কষ্ট এবং অপ্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় হয়**
  - সুবিধাভোগীদের চাল সংগ্রহের জন্য উপজেলা পরিষদে যেতে হয় যা তাদের বাসস্থান থেকে আড়াই থেকে তিন কিলোমিটার দূরে যেখানে যেতে ৩০-৪০ মিনিট লাগে
  - তাছাড়া করোনার সময় যান চলাচল বন্ধ থাকায় তাদেরকে পায়ে হেঁটে এবং পিঠে করে চালের বস্তা বয়ে নিয়ে আসতে হয়। বিশেষ করে বয়স্ক এবং নারী সুবিধাভোগীদের জন্য এটা অনেক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়
  - এছাড়া পাঁচজন সুবিধাভোগীকে এক সাথে ৫০ কেজি চালের বস্তা দেয়া হয় যার জন্য বস্তার খরচ হিসেবে মাথাপিছু ১০ টাকা ধরে ৫০ টাকা নেয়া হয়

রংপুর জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

সেবার গুণমান

- **সিবিওদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাপ্ত চাল মোটামুটি ভাল মানের ছিল। তবে চাল বিতরণ কেন্দ্রের সার্বিক পরিবেশ ভাল ছিল না**
  - প্রাথমিকভাবে সুবিধাভোগীরা সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে চাল সংগ্রহের লাইনে দাঁড়ালেও পরবর্তিতে সবাই হুড়াহুড়ি করে চাল সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে বিতরণের দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সমর্থ হন নি

সুবিধাভোগীদের মধ্যে সেবা সম্পর্কে জ্ঞান

- **সুবিধাভোগীদের মাঝে সেবা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব লক্ষ করা যায়**
  - সাক্ষাত প্রদান করা কোন সুবিধাভোগী নির্বাচনের বিভিন্ন মানদন্ড, বরাদ্দের পরিমাণ, কার কাছে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে অথবা অভিযোগ দেয়া যাবে এগুলো জানেন না
- **সুবিধাভোগীদের মাঝে ত্রাণের জন্য আবেদন এবং ত্রাণ গ্রহনের জন্য উপজেলা পর্যায়ের নির্ধারিত হটলাইন নাম্বার সম্পর্কে ধারণা নেই**
  - এক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা জানান করোনা সেবার জন্য হটলাইন ব্যবহার বেড়েছে অনেক। হটলাইন রিসিভ করার জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি আছেন। করোনার জন্য মানুষ খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য সাহায্য চেয়েছে। চরাঞ্চলের লোকজন মোবাইল এর ব্যবহারে পিছিয়ে আছে যা সাহায্য প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটায়

রংপুর জেলায় করোনা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

❑ **সাক্ষাতকার নেয়া এলাকায় ত্রাণ সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ এবং সেগুলির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কোন কার্যকর ব্যবস্থা পাওয়া যায় নি**

- দুইজন এমন সিবিও সদস্য ছিলেন যারা ২,৫০০ টাকা পাওয়ার তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। তাদের মোবাইলে হিসাবও খোলা হয়েছিল এবং টাকা আসার মেসেজ আসে। কিন্তু মোবাইল হিসাবে প্রকৃতপক্ষে টাকা আসে নি। তারা মেম্বারকে এই বিষয়ে জানালে তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে অথবা রংপুরে গিয়ে অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে। প্রায় দুমাসের বেশী হয়ে যাওয়ার পরেও তারা টাকা পান নি এবং কার কাছে অভিযোগ করলে কাজ হবে তাও তারা জানেন না। উপরন্তু, রংপুর যেতে হলে টাকা খরচ এবং আদৌ কাজ হবে কিনা তা চিন্তা করে কেউ যান নি। তারা এখন টাকা পাওয়ার আশাও ছেড়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে অতীতে সেবা প্রদানকারী সরকারি কর্মকর্তাদের অভিযোগ দিয়েও তার কোন কার্যকর ফল পান নি যা তাদের আরও নিরুৎসাহিত করেছে
- এক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা জানান মানুষ নিজেরা ভুল তথ্য দিয়ে থাকে, ভুল নাম্বার দিয়ে থাকে। এসব কারনে সমস্যার সৃষ্টি হয়। জনগনের মধ্যে সচেতনতা এবং ডিজিটাল ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন। ২,৫০০ টাকার সহায়তা কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রে সফল না হওয়ার পেছনে জনগনের ভুল তথ্য প্রদান দায়ি। জনগন ডিজিটাল ব্যবহার সম্পর্কে অনেক পিছিয়ে আছে। এই বিষয়ে জনগনের সচেতনতা বাড়ানো খুব প্রয়োজন। অনেকে মেম্বারের নাম্বার দিয়ে থাকে টাকা রিসিভ করার জন্য, এসব ক্ষেত্রে অনেক ঝামেলা হয়ে থাকে। তিনি আরও জানান খুব কম সংখ্যক লোক ফোন করে অভিযোগ জানাতে চায়, অধিকাংশ সরাসরি চলে আসে। ২০-৫০ লোক এই বিষয়ে সরাসরি এসে সাহায্য চায় এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সাহায্য করা হয়ে থাকে

রংপুর জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি

১৪ আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)

- মোট উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা ১৬১ টি (মোট উপজেলার ৩৩%)
- মোট উপদ্রুত ইউনিয়ন সংখ্যা ১০৭৩ টি (মোট ইউনিয়নের ২৪%)
- মোট পানিবন্দী পরিবার সংখ্যা ৯ লাখ ৭১ হাজার ৭১৭
- মোট ক্ষতিগ্রস্ত ৫৪ লাখ ৫১ হাজার ৫৮৬ জন

এছাড়া ১৯ আগষ্ট ২০২০ পর্যন্ত (কৃষি মন্ত্রণালয়)

- এই বন্যায় ৩৭টি জেলায় সর্বমোট ১ হাজার ৩২৩ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে
- বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়া ফসলি জমির পরিমাণ ২ লাখ ৫৭ হাজার ১৪৮ হেক্টর, যার মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ১ লাখ ৫৮ হাজার ৮১৪ হেক্টর (**৬১.৮%**)
- সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩২ হাজার ২১৩ হেক্টর জমির আউশ ধান, ৭০ হাজার ৮২০ হেক্টর জমির আমন ধান এবং ৭ হাজার ৯১৮ হেক্টর জমির আমন বীজতলা (**আমনঃ মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির প্রায় ৫০%**)
- ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ১২ লাখ ৭২ হাজার ১৫১ জন

বন্যা মোকাবেলায় ত্রাণের চাহিদা নিরূপন, ত্রাণের আওতাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং বরাদ্দের মধ্যে সামঞ্জস্য

সাম্প্রতিক বন্যা ২০২০ নিয়ে সিপিডির গবেষণামূলক মূল্যায়নে দেখা যায়ঃ

- সামগ্রিকভাবে বন্যা মোকাবেলায় **জিআর-চাল** বিতরণের পরিধি/আওতা দারিদ্র্যের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে স্বল্প দারিদ্র্যের অঞ্চলে অধিক সংখ্যক পরিবার এই সুবিধার আওতায় ছিল (যেমনঃ নীলফামারী, চাঁদপুর, গোপালগঞ্জ) এবং উচ্চ দারিদ্র্যের অঞ্চলে কম সংখ্যক পরিবার এই সুবিধার আওতায় ছিল (যেমনঃ কুড়িগ্রাম, জামালপুর)
- **চাল বিতরণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের চাহিদার প্রতিফলন পাওয়া যায় নি**। যেসকল এলাকায় বেশী সংখ্যক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (যেমনঃ জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ) সেখানকার কম সংখ্যক পরিবার এই সুবিধার আওতায় ছিল। অন্যদিকে চাঁদপুর ও গোপালগঞ্জে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও ১০০% এর বেশী পরিবার এই সুবিধার আওতায় ছিল
- সামগ্রিকভাবে বন্যা মোকাবেলায় **জিআর-নগদ** বিতরণের পরিধি/আওতা দারিদ্র্যের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে জিআর চালের মত এখানেও কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমনঃ কুড়িগ্রাম, জামালপুর উচ্চ দারিদ্র অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও কম সংখ্যক পরিবার এই সুবিধার আওতাধীন ছিল

রংপুর জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

বন্যা মোকাবেলায় ত্রাণের চাহিদা নিরূপন, ত্রাণের আওতাভুক্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এবং বরাদ্দের মধ্যে সামঞ্জস্য

সাম্প্রতিক বন্যা ২০২০ নিয়ে সিপিডির গবেষণামূলক মূল্যায়নে দেখা যায়ঃ

- **জিআর-চালের মত জিআর-নগদের ক্ষেত্রে বন্যার তীব্রতা এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির সংখ্যার উপর ভিত্তি না করে দারিদ্র্যের হারের ভিত্তিতে সরকারি ত্রাণ কর্মসূচিকে নির্ধারণ করা হয়েছিল।** যেমনঃ জামালপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় বেশী সংখ্যক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেখানকার কম সংখ্যক পরিবার এই সুবিধার আওতায় ছিল
- এক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাবগুলির বহুমাত্রিক প্রকৃতি যা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বিপন্নতার উপর অভিঘাত ফেলে তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয় নি
- এই বিশ্লেষণের সাথে আমাদের নির্বাচিত এলাকার চাহিদা, বরাদ্দ এবং বিতরণ বিশ্লেষণের (পরবর্তী স্লাইডে) সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়

রংপুর জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

এই বন্যায় রংপুরের মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ/পরিবার এবং নির্বাচিত ত্রাণ বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

জেলার নাম	উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা	উপদ্রুত ইউনিয়ন সংখ্যা	পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	বরাদ্দকৃত ত্রানের পরিমান (২৮ জুন/২০ থেকে ১৪ আগষ্ট/২০ পর্যন্ত)	মোট বরাদ্দ	বিতরণ	মজুদ	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি বরাদ্দ (প্রতি পরিবারে গড়ে ৪ জন সদস্য ধরে)
রংপুর	৩	১৩	০	৫১,৩৮৮	জিআর চাল (মেঃ টন)	৪৬০	৩৩৪	১২৬	৩৫.৮ কেজি
					জিআর ক্যাশ (লক্ষ টাকা)	১৫.০	১৪.০	১.০	১১৭ টাকা
কুড়িগ্রাম	৯	৫৯৬	৬২,৬৩০	২৫০,৫২০	জিআর চাল (মেঃ টন)	৮৬০	৬১২	২৪৮	১৩.৭ কেজি
					জিআর ক্যাশ (লক্ষ টাকা)	৩১	৩১	০	৫০ টাকা
গাইবান্ধা	৬	৪৫	৫৪,৩২৫	২৫২,৪১০	জিআর চাল (মেঃ টন)	১,০১০	৭০৫	৩০৫	১৬.০ কেজি
					জিআর ক্যাশ (লক্ষ টাকা)	২২.৫	২০.৮	১.৮	৩৬ টাকা
নীলফামারী	২	৯	০	২৭,০৮০	জিআর চাল (মেঃ টন)	৫১০	১৬৪	৩৪৬	৭৫.৩ কেজি
					জিআর ক্যাশ (লক্ষ টাকা)	২৫.৫	৪.০	২১.৫	৩৭৭ টাকা

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় চাহিদার সাথে বরাদ্দের সামঞ্জস্য নেই। যেমনঃ রংপুর বিভাগের চার জেলার মধ্যে এই বন্যায় কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধায় সবচেয়ে বেশী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এসব এলাকায় পরিবার প্রতি বরাদ্দ (চাল এবং নগদ) তুলনামূলকভাবে কম

রংপুর জেলায় বন্যা মোকাবেলায় নির্বাচিত সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতার প্রাথমিক মূল্যায়ন

পর্যবেক্ষণসমূহ (স্থানীয় পর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে)

- সিবিও সদস্যরা জানান এই বন্যায় অনেকের বাড়িঘর এবং ফসলের জমির ক্ষয়ক্ষতি হলেও মাত্র কিছু হাতেগোনা মানুষ এখন পর্যন্ত এককালীন ১০ কেজি চাল পেয়েছে। চাল ব্যতীত প্রায় ৩০০ টাকা মূল্যমানের খাদ্য সামগ্রী পেয়েছে সাক্ষাতকার নেয়া শুধু দুইজন সিবিও সদস্য
- সিবিওদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বন্যায় ত্রাণ (চাল ও নগদ) বিতরণের ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা অনেক ক্ষেত্রেই ত্রাণ পায়নি। এক্ষেত্রে যারা যোগ্য নয় অথবা যারা অন্যান্য সহায়তা পেয়েছেন অথবা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের পরিচিত তারাই বারবার সহায়তা পেয়েছেন। অপরপক্ষে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা আওতার বাইরে থেকে গেছেন
- বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণের জন্য কোন সরকারি ত্রাণ কর্মকর্তা সাক্ষাতকার গ্রহন করা এলাকায় পরিদর্শন করেন নি। সিবিও সদস্যরা আরও জানান যে এটা শুধু করোনাকালীন সময়ে নয়, অন্য স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও তারা পরিদর্শন করেন না। এমনকি দুর্গম চর এলাকা হওয়ায় পরিষদের চেয়ারম্যানও এলাকা পরিদর্শনের জন্য আসেন নি
  - এক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ কর্মকর্তা জানান জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা নিজেরা গিয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও পরিদর্শনে গিয়েছেন
- প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত নির্বাচিত হলেন কিনা অথবা কোন ব্যক্তি একাধিকবার সুযোগ পেলেন কিনা (ডুপ্লিকেশন) হল কিনা তা যাচাই করার কোন কার্যকর ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় নি

ত্রাণ ও সাহায্য প্রদানে প্রধান প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

করোনা ও বন্যা মোকাবেলায় ত্রাণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে নিম্নলিখিত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে

১। সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয় (বিশেষ করে নগদ অর্থ সুবিধার ক্ষেত্রে)। সুবিধাভোগী নির্বাচন অনেক ক্ষেত্রেই অংশগ্রহণমূলকভাবে হয় না (যেমনঃ প্রচারণায় ঘাটতি আছে)

২। সাধারণভাবে সুবিধাভোগীদের মাঝে বিভিন্ন ত্রাণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (নির্বাচন মানদন্ড, বরাদ্দ) সম্পর্কে তথ্যের অভাব রয়েছে

- অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীরা স্থানীয় বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চেয়েও পান না

৩। সুবিধাভোগীদের সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করতে হয়

৪। ত্রাণ সেবা সম্পর্কিত হটলাইন নাম্বারগুলো সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধাভোগীরা এখনও সচেতন নন। এক্ষেত্রে তাদের ডিজিটাল লিটারেসি এবং প্রচারণার ঘাটতি প্রধান অন্তরায়

৫। ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে ত্রাণ সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেই

ত্রাণ ও সাহায্য প্রদানে প্রধান প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

৬। বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত চিহ্নিতকরণ এবং চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে হয় না

- সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিদর্শন, ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণের সময় তাদের যথাযথ উপস্থিতি না থাকা এক্ষেত্রে বড় অন্তরায়

৭। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি এবং বেসরকারি ত্রাণ সেবার মধ্যে সমন্বয় না থাকায় ডুপ্লিকেশন দেখা দেয়

করণীয় ও সুপারিশমালা

ত্রাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বাস্তবায়ন নির্দেশিকার আলোকে এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রংপুরে সরকারি ত্রাণ কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

১। সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচার-প্রচারণা নিশ্চিত করা এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

- মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
- একইভাবে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেন তারা সাধারণ জনগণের মাঝে প্রচারণা করেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হন
- সরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিগণ এক্ষেত্রে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে

২। সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া অংশগ্রহণমূলক করতে হবে

- সিবিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণকে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে
- কমিউনিটি পর্যায়ে এ বিষয়ে সচেতন থেকে ত্রাণ কার্যক্রমের শুরুতেই জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে যেন অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা যায়

করণীয় ও সুপারিশমালা

৩। সুবিধাভোগীরা যেন সহজেই ত্রাণ গ্রহণ করতে পারেন এবং কোন অপ্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে

- কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক্ষেত্রে সাধারণ সুবিধাভোগীদের সচেতন করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন এবং এই ধরনের কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তারা সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা চেয়ারম্যানকে জানাবেন

৪। ত্রাণ সেবা সংক্রান্ত প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ (যেমনঃ হটলাইন/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার) সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে

- স্থানীয় এনজিও এবং সিএসও প্রতিনিধিগণ সরকারি ত্রাণ বিষয়ক হটলাইন/নির্ধারিত মোবাইল নাম্বার এর ব্যবহার সম্পর্কে সিবিও সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এক্ষেত্রে সিবিওদের উৎসাহিত করার জন্য তারা এই হটলাইন সম্পর্কিত বিভিন্ন ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তাদের মাঝে তুলে ধরবেন

করণীয় ও সুপারিশমালা

৫। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ রাখতে হবে

- ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলা অফিসের তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি পর্যায়ের জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে একটি কমিটি তৈরি করা যারা নিয়মিতভাবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে কাজ করবেন

৬। বন্যায় ত্রাণসামগ্রী এবং নগদ অর্থ যেন দুর্যোগে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে এবং সঠিক পরিমাণে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করা

- সঠিক চাহিদা নিরূপন এবং সে অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের হার এবং প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় নিতে হবে
- এক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাঠ পর্যায়ের ত্রাণ বিতরণ কর্মী এবং সিবিও প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে যারা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন তদারকি করবেন

করণীয় ও সুপারিশমালা

৭। ত্রাণ সেবাসমূহের ডুপ্লিকেশন রোধ, আওতা বাড়ানো জন্য জিও-জিও এবং জিও-এনজিও কর্মসূচিগুলোর মাঝে সমন্বয় বৃদ্ধি করা

- এক্ষেত্রে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার নেতৃত্বে এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পর্যায়ের চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের নিয়ে সমন্বয় কমিটি করা যেতে পারে। এই কমিটির সভার নিয়মিত (মাসিক) ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। সভাগুলোতে সুবিধাভোগী নির্বাচন, ডুপ্লিকেশন কমানো এসব বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়া হবে

Funded by the European Union

OXFAM

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

ধন্যবাদ